সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে দিয়েছেন সব ছাত্রকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দণ্ডপ্রাপ্ত ১৪ শিক্ষার্থী এবং ১ কর্মচারীর দণ্ড মওকুফ করেছেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। গতকাল সোমবার পৃথক তথ্যবিবরণীতে বলা হয়, বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে ১৫ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ ছাত্র ও ১ কর্মচারীকে গতকাল সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটের দিকেই রাজশাহী কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসান তাদের মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ ছাত্র ও ১ কর্মচারী মুক্তি পাওয়ার পর শহীদ ড. শামসুজ্জোহার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্রের

ক্ষমা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

ক্ষমা : রাষ্ট্রপতির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দণ্ড মওকুফ প্রসঙ্গে গতকাল প্রদত্ত তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে নিম্নবর্ণিত ৪ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছেন। দণ্ড মওকুফপ্রাপ্তরা হলো- এইচএম কামরুল হাসান কচি, আজিজ হাসান, হাসান মামুন ও সাইফুল ইসলাম ফিরোজ।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ ছাত্র ও ১ কর্মচারীর দণ্ড মওকুফ প্রসঙ্গে প্রদত্ত তথ্যবিবরণীতে বলা হয়, 'বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে ১১ জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছেন। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দণ্ড মওকুফপ্রাপ্তরা হলো- দীপায়ন সরকার দীপ, মিজানুর রহমান মিঠু, সরদার আয়াজ, এসএম ফকরুল ইসলাম ওরফে রায়হান, মো. আয়েন উদ্দিন ওরফে আইন উদ্দিন, মো. আবু সায়েম, মো. শামীম আহমেদ, কাজী আবদুল লতিফ, মো. সাখাওয়াত হোসেন, মো. আজিজ বিন কামাল ওরফে উজ্জ্বল ও মো. আতাউর রহমান-আতা।'

জরুরি বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষক ও ১১ ছাত্রকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। তবে পলাতক ৪ ছাত্রকে ২ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। খালাসপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ ও অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক।

আদালতের রায়ের পরপরই সরকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় তাদের মুক্ত করার জন্য তৎপরতা চালায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন এবং শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত ৪ ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ ছাত্র ও ১ কর্মচারীকে ক্ষমা করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে ফাইল পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি তাতে সই করার পরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মচারী মুক্তি পায়। অন্যদিকে সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ ছাত্র পলাতক আছে। তাদের ক্ষমা করায় তাদের আর গ্রেফতার করা হবে না।